AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin
Date: 11.10.2024 Time: 7.35 A.M

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ শারদীয় দুর্গোৎসবের যথাবিহিত বিধি মেনে আজ চলছে পূজার্চনা। মহাষ্টমী ও সন্ধি পুজোর পর চলেছে শুরু হয়েছে নবমী তিথি।

২/ কলকাতার পুজো দেখতে বেরোনো মানুষের সঙ্গে কোনো রকম ভাবে দুর্ব্যবহার না করতে পুলিশের আধিকারিক এবং কর্মীদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

৩/ অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে এবার দুর্গাপুজোয় WBSEDCL এ'পর্যন্ত ১ হাজার ১৯২ টি পুজো কমিটিকে জরিমানা করেছে।

৪/ RG Kar-এ নিয়ে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশন কর্মসূচী চলাকালীনই গতকাল ওই হাসপাতালের'ই জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতোর শারীরিক অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হয়েছে।

৫/ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, RG Kar-এর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

****

শারদীয় দুর্গোৎসবের আজ মহাষ্টমী। - (ঢাক- অষ্টমী)

দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মতে ব্রাহ্মমূহূর্তে মহাষ্টমীর পুজো শুরু হয়। সকাল ৬'টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত এই তিথি ছিল। আজ ভোরে মন্ডপে মন্ডপে চলে পুষ্পাঞ্জলী পর্ব।

(অঞ্জলী)

৭'টা ১২ মিনিট পর্যন্ত চলে সন্ধি পূজা। এরপর তিথি অনুযায়ী মহানবমী শুরু হয়ে গেছে। বহু জায়গায় আজ'ই মহানবমীর পুজো অনুষ্ঠিত হবে।

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে বিষ্ণুপুর মল্লরাজ দুর্গাপুজোয় গর্জে ওঠে তোপধ্বনী। কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হন।

এদিকে, গতকাল প্রায় সারা রাত ধরেই চলে প্রতিমা দর্শনের পালা। আজ ভোর রাতেও মানুষের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। কলকাতার রাজপথ থেকে শগহরতলী ছাড়িয়ে জেলার পুজো মন্ডপগুলিতেও ছিল দর্শনার্থীদের ঢল। শুধু মন্ডপই নয় সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ সহ ছোট খাটো খাবার দোকানেও ছিল উপচে পড়া ভিড়।

মন্ডপ সজ্জা এবং আলোর কারুকাজ চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও, দৃষ্টিহীনরা বরাবরই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদেরকে উৎসবে সামিল করতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় উদ্যোগ।

একটি প্রতিবেদন- (ভিসি- অভিরূপ/ ব্লাইন্ড পুজো)

****

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে নেপালি সম্প্রদায়ের ফুলপাতি উৎসব। জলপাইগুড়ি ওদলাবাড়ি চুইয়া বস্তি এলাকায় নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষরা মা দুর্গার পূজা করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে।। রীতি আচার মেনে প্রথমা থেকে নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই চুইয়া বস্তির পূজা মণ্ডপে। গতকাল চুইয়া বস্তিতে ফুলপাতি উৎসব পালন করা হয়। পূজা শেষে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ।

শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রাস্তাঘাটে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বয়সীরা পা মেলান। দশমী পর্যন্ত চলবে এই উৎসব।

****

কলকাতার পুজো দেখতে বেরোনো মানুষের সঙ্গে কোনো রকম ভাবে দুর্ব্যবহার না করতে পুলিশের আধিকারিক এবং কর্মীদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শহরের সব থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডের অফিসারদের কমিশনার জানিয়ে দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তাঁর বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করা হবে। একই সঙ্গে প্রবীণ, মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে নমনীয় আচরণ করতেও বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, খারাপ আচরণ করে বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করলে তা মেনে নেওয়া হবে না। পুজোর সময়ে কোনও পুলিশ কর্মী মত্ত অবস্থায় থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্গাপুজোকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

****

অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে এবারের দুর্গাপুজোয় West Bengal State Electricity Distribution Company Limited WBSEDCL এ পর্যন্ত ১ হাজার একশ ৯২ টি পুজো কমিটিকে জরিমানা করেছে। জরিমানা করা হয়েছে ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। WBSEDCL-এর তরফে জানানো হয়, বিভিন্ন কার্যালয় থেকে রাজ্য জুড়ে ৮ হাজার ৬৭ টি পুজো প্যান্ডেলের বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয় খতিয়ে দেখে এই জরিমানা করা হয়। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে রাজ্য জুড়ে ১ হাজার ৮৮৩ টি LT মোবাইল ভ্যান এবং ১ হাজার ৫০১ টি HT মোবাইল ভ্যান ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে সংস্থার সূত্রের খবর।

****

RG Kar-এ নির্যাতিতার ন্যায় বিচার এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১০ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশন কর্মসূচী চলাকালীনই গতকাল ওই হাসপাতালের'ই জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতোর শারীরিক অবস্থার অত্যন্ত

অবনতি হয়েছে। সকাল থেকেই তাঁর সুস্থতার বিভিন্ন মাপকাঠিতে গোলমাল দেখা দিতে থাকে। শরীরে মেলে কিটোন বডির উপস্থিতি। সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের গঠিত SSKM-এর চার সদস্যের দল অনশন স্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের শারীরিক পরীক্ষা নিরিক্ষা করেন। এরপরই অনিকেতকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেয় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যরা। রাতেই CCUতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ইনচার্জ সোমা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড। অনিকেতের শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনি জানান-

(বাইট- ডক্টর অন অনিকেত হেলথ)

উল্লেখ্য, অন্যান্য আন্দোলনকারীদের'ও শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল হলেও, তা' ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। গতকাল'ও বহু মানুষ ধর্নাস্থলে গিয়ে ডাক্তারদের প্রতি সমবেদনা জানান। আজ সকালে ফ্রন্টের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে অনিকেতের এই অবস্থার দায় সরকার কেনো নেবেনা, তা' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

উল্লেখ্য, কলকাতায় সাত জনের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে আরো দুই জুনিয়ার চিকিতসকদের আমরণ অনশন কর্মসূচী ১৩০ ঘন্টা অতিক্রম করেছে।

এরই মধ্যে 'অভয়া পরিক্রমা'কে নিয়ে বাধে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। ব্যারিকেড ভেঙ্গে মিছিলকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। চাঁদনী চক ও গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউতে বাধার মুখে পড়ে মিছিল। পুজো মন্ডপে বিচার চেয়ে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ৯'জনকে আলিপুর আদালত, ১৭'ই অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশী হেফাজতে পাঠিয়েছে।

জুনিয়ার চিকিৎসকদের এই কর্মসূচীতে ক্রমশঃ বিভিন্ন সংগঠন যোগ দিচ্ছে। ডাক্তারদের এই দাবীগুলি কোনো বিলাসিতা নয়, বরং তা' বাধ্যতামূলক শর্ত। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে মীমাংসা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন-IMA. একইসঙ্গে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-FEMA-র পক্ষ থেকেও গতকাল মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখা হয়। অনশন চলাকালীন ডাক্তারদের কোনো বিপদ ঘটলে, রাজ্যের সমস্ত ডাক্তার ও মেডিক্যাল কমিউনিটি

সম্পূর্ণ কর্ম বিরতিতে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল'ও জরুরী পরিষেবা ব্যতিত কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে।

****

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা RG Kar-এর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। কলকাতায় গতকাল এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যে অনাচার এবং জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। সরকারি হাসপাতালে একজন মহিলা চিকিৎসকের সুরক্ষা না থাকলে, রাজ্যে সাধারন মহিলাদের কি পরিস্থিতি হবে তিনি সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। মন্ত্রী জানান, আরজিকরের ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে তিনটি অ্যাডভাইসারি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারের তা মেনে চলা উচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো বলেন, জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন,পাচার ও মহিলাদের উপর অত্যাচার সবচেয়ে বেশি।

(বাইট- নাড্ডা)

****

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গত সন্ধ্যায় অবস্থানরত নির্যাতিতার বাবা মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার দায় সরকারকে নিতে হবে। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিং হলে ভালো হতো , সকলে জানতে পারতো বৈঠকে কি কথা হয়েছিলো, কি প্রতিশ্রুতি সরকার পূরণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত চিকিৎসকের বাড়িতে এসে শোকসন্তপ্ত বাবা মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা।

****

পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে গতকাল পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলা ও তাঁর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার স্বামী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি।

কলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক কিশলয় বিকাশ নায়েক স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বর্ধমানে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় তাঁর গাড়ি আমড়া-য় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। সেখানেই মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়। ডাক্তার নায়েক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

****